ঐ রে ঐ
বাঁশুরী আবার
নেচে নেচে আসে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য এক আনা।

১

৩। বা

তামার

৮। প

কীর্তি,

পড়ে চ

আমার

নেতাজ

২০। সু

আবার

আগুন

তোমার

উক্ত ২

বা

হইত—

দেশ ভ

বাবার

চীন।

পাটি কা

প্রি

১৮

ওই রে ওই রাক্ষসী আবার নাচতে নাচতে আসে

ঐ রে ঐ রাক্ষসী আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসে!
জ্যান্ত মানুষ কড়্‌মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে গ্রাসে।
পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ দেখে কাঁপ্‌ছে আজো বুক,
আবার শুনি দুর্ভিক্ষ হ'বে শুকিয়ে গেল মুখ।
এ্যাটম বোমা ফোটে যদিও যুদ্ধটা গেল থেমে,
ভাব্‌লাম বুঝি জিনিসপত্রের দরটা যাবে নেমে।
আবার খাবো বাদ্‌শাভোগ দু'আনা সেরে কিনে,
চামনমণি, বাঁকতুল্‌সী, সীতাভোগ নেব চিনে।
এক টাকা সেরের ঘি মাখিয়ে জোরে চালাবো হাত,
দশ আনা সেরের রুই কাতলার নিত্য ঝোল ভাত।
কি আনন্দে নাচ্‌তে গেলাম পড়্‌লাম আছাড় খেয়ে,
ব্যথার মলম দিল ডাক্তার আগুন মূল্য চেয়ে।
এখনো মাছ তিন টাকা সের শুন্‌লে লাগে ডর,
শান্তির নামে কান্না আসে শুনে জিনিসের দর
আট আনা সের সন্দেশ, গোল্লা, তিন আনা সের দই,
আচ্ছা করে ঠুস্‌বো পেটে পাচ্ছি তা আর কই?
এখন চাক্‌তে হ'লে সন্দেশ একটু টক্কা উড়ে যায়,
দুগ্ধ ছানা সস্তা কোথায় হায়রে! হায়! হায়!

গবর্ণমেণ্টের প্রচার শুনি চাল ফুরিয়ে এলো,
ভাতের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে শাকসিদ্ধ গেলো।
উদর ঠেসে তরকারী খাও দেহের পুষ্টি করো,
কলাপোড়াতে কচুপোড়াতে দেখ শক্তি কত ধরো
শাকসিদ্ধ খেয়ে বাঁচ্‌বো মোরা তাও সস্তা নাই,
কচু কাঁচকলা পোড়া খেতে যাই মূল্য জোটেনা ভাই!
যেদিকে চাই আগুন ছোটে ঠিক্‌রে আসে গায়,
ট্যাঁক দেখে ভাই টাক চুল্‌কে হাত গুটিয়ে যায়।
কোথায় গেলে আমেরিকানরা? নোট ছড়িয়ে দিতে,
কুড়িয়ে নিয়ে দু'চারখান্ তাও যে পেতাম খেতে।
ভারতবর্ষের হাজার হাজার তরুণী বধূ নিয়ে,
দান-ধ্যান সব ছেড়ে উঠ্‌লে আমেরিকাতে গিয়ে?
লজ্জার কথা শুন্‌ছি আবার ভারতবর্ষের বধূ,
আমেরিকাতে লাগ্‌ছে না আর তেমন মিষ্টি মধু।
ডাইভোর্স করে দিচ্ছ তাদের পথে বসিয়ে আজ,
আমেরিকাতে ভারতনারীর মাথায় পড়ে বাজ।
স্বার্থের তরে সেজেছিলে দয়ার অবতার,
বিচার ভালো কর্‌ছ এখন দেখ্‌ছি চমৎকার!
দুর্ভিক্ষ আজ মোদের দেশে কেন হয়েছে জানো?
হে বিদেশী, তোমরাই এসে—সেটা কি তা মানো?
কি অভাব ছিল আমাদের দেশে তোমরা আসার আগে,
তোমরাই এসে ভাগ বাঁট্‌লে মোদের ভোগের ভাগে।
পুকুর-ঠাসা রুই কাত্‌লা নদী ও বিলের মাছ,
সাবাড় করেছ তোমরাই খেয়ে— উল্লাসের কত নাচ!

গরু ও ছাগল, ভেড়া, মেড়া, যত মুরগী হাঁসের ডিম,
গর্ত্তে ঠেসেছ গতর লাগিয়ে হয়েছ এক একটা ভীম।
তোমরা ফেঁপেছ—আমরা কেঁপেছি শুকিয়ে হয়েছি কাঠ,
না খেয়ে আমরা বাঁশতলা যাই কিম্বা নিমতলার ঘাট।
যুদ্ধ থাম্‌লো রসদও ফুরুলো মানুষ কাঁপিছে ত্রাসে,
ঐ রে ঐ রাক্ষুসী আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসে।

———

বিয়ে-বাড়ী

বর এলো—বর এলো—
শাঁক বাজা—উলু দে—
উলু—উলু—উলু—
বর নামিয়ে নিয়ে এসো—নামিয়ে নিয়ে এসো—

হৈ চৈ পড়ে' গেছে বিয়ে-বাড়ীতে। জন কতক বরযাত্রী আসরে গিয়ে বস্‌লো—বরাসনে বর বস্‌লো।

চারিদিকে মেয়েদের উঁকি ঝুঁকি চলে।

বাঃ! দিব্বি বর তো—
এখনো গোঁফ বেরুইনি—
ঐ ছাখ্‌ বর মুচ্‌কে হাস্‌চে—

বাচ্চা বাচ্চা কতকগুলো মেয়ে বরের পাশে ঘিরে বসে। শালী-

পাতীয়া একটি মেয়ে বরের মাথায় হাত দিয়ে কানের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যায়।

রাঁধুনি ঠাকুরের শাকভাজা, পটলভাজা, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছক্কা, কই মাছের কালিয়া, চাটনি রান্না শেষ করেছে—লুচি-ভাজা চল্‌ছে সন্দেশ, দরবেশের থালা, লেডিগেনির গামলা, দইএর হাঁড়িও ভাঁড়ারে সাজানো আছে।

কনের বাবা ভাবে, সাতপাকটা ঘুরুতে পারলেই হয়।

বরের বাবা ভাবে, পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে পারলেই হয়।

বর ভাবে, নব-বধূর চাহনি আর খোলা হাসির আকর্ষণীটা দেখে নিতে পারলেই হয়।

ক'নে ভাবে, বর যে কেমন রসিক একবার বুঝে নিতে পারলেই হয়।

পুরুত ঠাকুর ভাবে, হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে, কাপড় চোপড়টা পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে, লুচি মোণ্ডার পুঁটুলি বেঁধে বাড়ী পৌঁছুতে পারলেই হয়।

বরযাত্রী-আত্মীয় কুটুম্বের মিঠা লাগে লুচির গন্ধ—ভাবে, কতক্ষণে যুক্তকরে অনুনয় বিনয় ক'রে বল্‌বে, মশায়! আসন প্রস্তুত।

ছেলে-পুলের দল উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নীতি-সুধার ছড়া আবৃত্তি করে—

"হৈ হৈ রৈ রৈ—বিয়ে বাড়ী হৈ চৈ।
হাতে দই পাতে দই—তবু বলে কৈ কৈ?"

বিয়ের লগ্নের বিলম্ব আছে। ভোজন-পর্ব্ব আরম্ভ হ'য়ে যায়।

হঠাৎ কনের বাপের চক্ষুস্থির! লাল পাগ্‌ড়ী ঢোকে যে বাড়ীতে রাজ-সরকারের কর্ম্মচারী দলবল নিয়ে আসেন।

ছ'গণ্ডা লোকের বেশী খাওয়ানো নিষেধ। এক'শ লোকের আয়োজন দেখ্‌ছি যে! থানায় চলুন।

কনে-কর্ত্তা বলে, ছ'গণ্ডার বেশী একজনও খাবে না।

রাজ-কর্ম্মচারী বলে, এত ঘটা—মাত্র চব্বিশ জন খাবে? বিশ্বাস হয় না। দেখি ভাঁড়ারে আয়োজনটা—

ভাঁড়ারে ঢুক্‌বেন?

নিশ্চয়! এমনিভাবে খাদ্য অপব্যয় কর্‌বেন—সরকার বরদাস্ত কর্‌তে পারেন না।

নেমন্তন্ন পত্রে লেখা আছে, আপনাদের র‍্যাশন সঙ্গে আন্‌বেন। যাঁরা খাচ্ছেন সকলেই র‍্যাশন এনেছেন।

চালাকি কর্‌বেন না মশায়, ওসব জান্‌তে বাকী নেই। চলুন আয়োজনটা একবার দেখি।

আসুন তবে। দেখুন—দেখুন।

কি সর্ব্বনাশ! এ যে বহু লোক খাওয়াবার মত আয়োজন করেছেন দেখ্‌ছি! ওঃ কি অপব্যয়! কি অপব্যয়! দেশের লোক না খেয়ে মর্‌ছে, আর আপনারা বেশ উৎসব চালাচ্ছেন। চলুন থানায়।

এখনো যে মেয়ের বিয়ে হয় নি স্যার!

জেল থেকে এসে বিয়ে দেবেন। আরে তোমরা সঙ্গে এসেছ পাগড়ী দেখিয়ে বেড়াতে! পাকড়াও না?

মশায় কিছু—

কিছু মানে?

দশ, বিশ, পঞ্চাশ—

কন্যাদায়ে হাজার দু'হাজার খরচ চল্‌ছে—আর কন্যাদায়ের চেয়েও

আমাদের দারটা যেন ছোট আর কি! বিশ, পঞ্চাশ, ঘুষ দিয়েই সার্‌বেন মশাই, বে-আইনি কাজ করেছেন, থানায় চলুন।

তবে তো আর ভরসা নেই আমায় থানা-ই যেতে হ'ল। মশায়, হাজার হাজার মন খাদ্য-শস্য নদীর জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আর বড় জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন লোক খাবে, তাতেই রাজ্য অচল হ'বে? মশায়, যারা খাবে, তারাও তো বাড়ীতে গিয়ে আর খাবে না, সেটাও তো বাঁচবে।

বে-আইনি কর্‌ছেন, আবার উপদেশ দিচ্ছেন! লে চলো থানায়।

বিয়ের লগ্ন হ'য়ে এলো—কনের বাবাও জেলে চল্‌লো। হায়রে রেশন! হায়রে আইন!

———

["বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ-যুদ্ধে"র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। অবিলম্বে অর্ডার দিলে পাইবেন, নতুবা পুনর্মুদ্রনের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা! ভিঃ পিঃ তে ১৸০ সাত সিকা পড়িবে।]

প্রিণ্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
১৬৮।১সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রিট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।